দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ··· 02 MAR 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ডাকসু নির্বাচন ঃ ক্যাম্পাসে তোড়জোড় শুরু

রেজানুর রহমান ॥ ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ায় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন-সমূহের মধ্যে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হইয়াছে। মধুর কেন্টিন, কলাভবন, হল ক্যাম্পাসের আড্ডায় এখন নির্বাচনী আলোচনাই মুখ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় প্রতিটি সংগঠনই নিজ নিজ হল শাখার নেতা-কর্মীদের প্রতি অধিক নজর দিতে শুরু করিয়াছেন। দীর্ঘ ৪ বছর পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ১৯৯০ সালের ৬ই জুন ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ছাত্র-দল মনোনীত পরিষদ জয়লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীতে নির্ধারিত

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পৃঃ পর)

সময়ে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। দীর্ঘদিন পর ডাকসু নির্বাচনের উদ্যাগ গৃহীত হওয়ায় রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেও ব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। ছাত্র সংগঠনসমুহ পরা-মর্শের জন্য ছুটিতে শুরু করিয়াছেন বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের নিকট। নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া কি হইতে পারে তাহার পরামর্শ চাওয়া হইতেছে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ায় ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা খুবই খুশী। ইতি-মধ্যেই পদ বন্টনের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন পর্যায়ে লবিংও শুরু হইয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা-নেত্রীর নিকট আকারে ইঙ্গিতে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছে কেহ কেহ। ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্রদলের কর্মীরা ভিড় করিতেছেন।

ছাত্রলীগের পক্ষ হইতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হইতেছে। ছাত্রলীগের একজন কেন্দ্রীয় নেতা জানান, আমরা কখনই ডাকসু নির্বাচনের বিরোধীতা করি নাই। বরং আমরাই প্রথম নির্বাচন দাবী করিয়াছি। বর্তমানেক্যাম্পাসের পরি-বেশ নির্বাচনের জন্য মোটেই উপ-যোগী নয়। একাধিকবার আবে-দন করার পরও কর্তৃপক্ষ কয়েকটি হলে বিতাড়িত ছাত্রদের ফিরাইয়া আনার উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। জহুরুল হক, মোহসীন, জিয়া ও সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের কর্মীরা সাংগঠনিক তৎপরতা চালাইতে পারিতেছে না। কথা ছিল নির্বা-চনের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণার পূর্বে কর্তৃপক্ষ এইবিষয়টির সুরাহা করিবেন। অথচ ছাত্রলীগের সহিত আলাপ না করিয়াই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের কয়েকজন নেতা বলেন, ক্যাম্পা-সের বর্তমান পরিবেশে নির্বাচন করা যাইতে পারে। তবে সকল হলে অবাধে সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

ডাকসু নির্বাচনে প্রধান প্রতি-দ্বন্দ্বী সংগঠন মূলতঃ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ। কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য তৃতীয় শক্তি হিসাবে গুরুত্ব পাইবে। ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্যানেল গঠনের কথাও শোনা যাইতেছে। ঈদের পর এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া পুনঃভর্তির চাপ শুরু হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, কোন অবস্থায়ই পুনঃভর্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না।

ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ায় জাতীয় ছাত্র-সমাজ গতকাল (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপ-ক্ষকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। বিবৃতিতে সকল হলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য [illegible]